নিলয় ভাণ্ডারী, বাগুবেশ্বর এরিয়া

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা একটু বলুন?

উত্তর ঃ নিলয় ভাণ্ডারী।

প্রশ্ন ঃ কোথায় কাজ করেন?

উত্তর ঃ আগে করতাম বিলপাহাড়ী প্যাচে, সেখান থেকে এখন ট্রান্সফার করেছে সোনপুর বাজারী প্রজেক্টে।

প্রশ্ন ঃ কি কাজ করেন?

উত্তর ঃ গাড়ি ড্রাইভ করি। দশ চাকার ডাম্পার। এই ডাম্পারের মাল নেওয়ার ক্ষমতা ৫০ টন। তবে ২০ থেকে ২৫ টন মাল নিয়ে আমরা যাতায়াত করি। সারা দিনে ৪০ ট্রিপ খাটি। আমাদের কাজের সময় ১২ ঘন্টা। মাঝে এক থেকে দু'ঘন্টা খাবার-দাবার জন্য। আমাদের সারাদিনে খুব খাটতে হয়। খুব হার্ড কাজ। তবে সেই হিসাবে আমরা বেতন পাই না। মাসে ৩০০০ টাকা বেতন।

প্রশ্ন ঃ ছুটি কবে?

উত্তর ঃ ছুটি নেই। যেদিন অ্যাবসেন্ট করবো তার জন্য হাজরি কাটা যাবে। এই আমি ক'দিন কাজে যাই নাই, মাল আনলোড করবার সময় হাটুতে লেগেছে, আজ গিয়ে দেখি ওরা আমার ক'দিনের হাজরি কেটেছে। অন্য জায়গায় কি হয়, জানি না। এই কোম্পানি ছুটি দেয় না।

প্রশ্ন ঃ এই কোম্পানির নাম কি ?

উত্তর ঃ সি আই এস ই / বি এল এ আমি এখন আছি বি এল এ-এর আণ্ডারে। এদের অফিস রাণীগঞ্জে।

প্রশ্ন ঃ কোম্পানি মালিকের নাম কি?

উত্তর ঃ নারায়ণ আগরওয়াল।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে কাজ পেলেন?

উত্তর ঃ আমি আগে মাদ্রাজে গাড়ি চালাতাম। তারপর এখন এধারে এলাম, কাজ খুঁজছি, এখন পেপারে একটা এই কোম্পানির 'ইস্তেহার' দেখে রাণীগঞ্জ অফিসে গেলাম, ওরা আমাকে সিলেক্ট করলো। প্রথমে ওরা আমাকে আসাম পাঠিয়ে ছিল। আসামে ওরা রোডের কাজ করে। ওখানে আমি টিকতে পারি না চলে আসি।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ ঠাণ্ডায়। আর একটু উগ্রবাদী আছে সেই ভয়ে। ওখানে খাওয়ার জন্য ৫০০ টাকা বেশী দিত। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে বিলপাহাড়ী প্যাচে কাজ করছি, ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে সোনপুর বাজারীতে এসেছি। আমাদের কোম্পানির একটা ব্যপার হল, পুরান লোকদের এক জায়গায় বেশীদিন রাখে না। যেখানে নতুন প্রজেক্ট হয় সেখানে পাঠায়।

প্রশ্ন ঃ কেন এটা করে? আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ আসলে নতুন প্রজেক্টে খাটালী বেশী। হয়তো নতুন লোক নিল তারা পারলো না, দু'দিন পরে কাজ ছেড়ে চলে গেল। আমাদের কোম্পানির কাছে কিছু টাকা পয়সা পড়ে থাকে, আমরা তাই আসতে বাধ্য।

প্রশ্ন ঃ তাছাড়া আপনার কি মনে হয় এক জায়গায় বেশী দিন পুরান লোক থাকলে তারা যদি একজোট হয়ে ইউনিয়ন বানায়, সেই ব্যাপারটাও আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেটাও আছে। এটা হওয়া দরকার। কারণ আমাদের খাটালী অনুয়ায়ী পয়সা দেয় না। তাছাড়া একভাবে ত্রিশদিন একটা মানুষ কাজ করেত পারে না। কোন দিন শরীর খারাপ হতে পারে, এরজন্য হাজিরী কাটা উচিত নয়। এটা ওয়ার্কারদের সাথে অন্যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ইউনিয়ন নেই?

উত্তর ঃ বিলপাহাড়ীতে নেই। তবে সোনপুরে আছে। আমি ইউনিয়নে জয়েন করেছি। ইউনিয়ন সানডে ডবল করেছে। (বেতন ডবল)। কোম্পানি করেনি। কিন্তু ইউনিয়ন করেছে।

প্রশ্ন ঃ কোন ইউনিয়ন?

উত্তর ঃ সি আই টি ইউ। কিন্তু রেষ্ট নেই। কোম্পানি আমার সাথে খুব অন্যায় করেছে। বিনা কারণে আমাকে দুর্গাপুরে ট্রান্সফার করে দিয়ে ছিল। সেখানে আমি কাকুতি-মিনতি করে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এরা এখানে জয়েন দেয়নি। তারপর ইউনিয়ন থেকে জয়েন করিয়ে দিয়েছে। এখানের পরিবেশ ভাল। ই সি এল কয়লা ডাষ্টে জল দেয়। ম্যানেজমেন্ট ভাল। চৌধুরী বাবু আছেন। ওনার সাথে ঝগড়াও করি, আবার ভাল করে কথাও হয়। যোশী বাবু একটু অন্য রকম। মানে একটু কড়া।

প্রশ্ন ঃ আপনার আদি বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ এই ছোরা গ্রামে।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে কে কে আছে?

উত্তর ঃ দাদা আছে, বৌদি আছে আর বাবা আছে। বাবা অসুস্থ।

প্রশ্ন ঃ অসুস্থ হলে বা অ্যাক্সিডেন্ট হলে কোম্পানি চিকিৎসার খরচ দেয়?

উত্তর ঃ না, আমি নিজেই করছি। তবে ইউনিয়ন চাপ দিলে কোম্পানি দেয়।

প্রশ্ন ঃ এখানে পুজো পার্বন কি হয়?

উত্তর ঃ দুর্গাপূজা, কালীপূজা। এখানে সব হিন্দু। এই গ্রাম হিন্দু গ্রাম। এই তো বৈশাখ মাসে ধর্মপূজা হবে। বুদ্ধ পূর্ণিমায় যাত্রা হয়। পাশের গ্রামে কীর্তন হয় - - - -।

প্রশ্ন ঃ এখানে খাবার জলের কি ব্যবস্থা।

উত্তর ঃ আমাদের কুয়ো আছে। পঞ্চায়েত থেকে যে কুয়ো করেছে, তাতে জল নেই। কোন অভিযোগ করি না, কাকে করবো, সরষের মধ্যেই তো ভূত। আমরা নিজের নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ জ্বালানীর কি ব্যবস্থা?

উত্তর ঃ আমাদের কোম্পানি থেকে দেয় না। যাদের বাড়িতে ই সি এল-র সার্ভিস আছে তাদের কার্ড আছে, তারা কার্ডে কয়লা পায়। আর যাদের সার্ভিস নেই তারা কি করবে তারা একটু বলে কয়ে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মাইনা বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ইউনিয়ন থেকে চেষ্টা তো হচ্ছে। কোম্পানি থেকে নয়। কিন্তু, ইউনিয়ন থেকে। কোম্পানির কোন জায়গায় কোন কথা বলা যায় না - শুধু সোনপুর বাজারী ছাড়া, এখানে ইউনিয়ন আছে। এখানে কোম্পানি অতটা চাপ দিতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতজন ডাম্পার চালক আছে?

উত্তর ঃ এখানে কুড়িজন ডাম্পার চালক আছে। তাছাড়া চারটে পে-লোডার আছে। এগুলো কোম্পানির নয় ভাড়া করে এনেছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে সুদখোর আছে?

উত্তর ঃ গোটা গ্রাম ভর্তি আছে। যারা ই সি এল-এ কাজ করে ওরাই তো বেশী নেয়। আবার ই সি এল-র কর্মী কেউ কেউ সুদে টাকা খাটায়। আবার এমনি যারা, যেমন ধরুন ই সি এল-এ রিটায়ার্ড করেছে সেই টাকা দিয়ে তার ছেলে সুদের বিজনেস করছে। সুদের রেট তিন টাকা, পাঁচ টাকা, দশ-পনের টাকা। তবে পাঁচ টাকাই বেশী। অবস্থা বুঝে পনের টাকাও হয়। এইটা একটা ভাল ব্যবসা, কম খাটানীতে বেশী পয়সা। এই সুদে পয়সা যারা ১০-১৫ হাজার টাকা বেতন পায় ওরাই সুদে টাকা নেয়, মদ খেতে, জুয়া খেলতে, মেয়ে ব্যপারে।

প্রশ্ন ঃ যাদের সাথে কাজ করেন তাদের সাথে কি রকম সম্পর্ক?

উত্তর ঃ এমনি ভাল। কিন্তু সাইড ইন্‌চার্জের সাথে একটু ঝগড়া হয়। আর আমাদের ম্যানেজারর সাথেও একটু ঝগড়া হয়। কারণ মাঝে মাঝে এরা খুব অন্যায় করে। ওয়ার্কারদের সাথে ঝগড়া ঝাটি হয় না।

প্রশ্ন ঃ আউটসোর্সিং সম্পর্কে জানেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। একদিকে ই সি এল যে কোম্পানিগুলোকে টেন্ডার দিচ্ছে তাতে কিছু বেকার চাকরি পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মানে তো এই নয় আমাকে চুষে নেবে। আমাদের যেমন খাটাচ্ছে সেই হিসাবে পয়সা দিচ্ছে কোথায়। ই সি এল-র খনিগুলো বেসরকারী হাতে দিয়ে দেওটা ভালই হবে। কারণ ই সি এল-এ যারা কাজ করছিল তারা কাজ করছে তারপর তার ছেলে এই রকম বাকি কেউ কাজই পাচ্ছিল না। তো কোম্পানির হাতে দিলে সেটা বন্ধ হবে। আগে ৩৬৫ দিন কাজ পাচ্ছিল না। এখন অন্তত ১০০ দিন তো পাবে। আগে তো পাচ্ছিলামই না।

প্রশ্ন ঃ সরকার যেভাবে খনিগুলো চালাচ্ছে সেভাবে চললে?

উত্তর ঃ তাতে সরকারের লাভ আছে, কিন্তু দেখার তো কেউ নাই। সব তো চুরি হয়ে যাচ্ছে। কোম্পানিতে চুরি নাই বললেই চলে (কোম্পানি বলতে ঠিকা পাওয়া সংস্থা)। কারণ ওটা তো ওর নিজের, ও চুরি হতে দেবে কেন।

প্রশ্ন ঃ এখানে একই কাজের জন্য ভিন্ন কম বেতন দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিজের সম্পর্কে একটু বলুন?

উত্তর ঃ আমাদের গ্রামটা অনেক বড়, সবাই সার্ভিস করে। আমার জীবনটা এই খাটবো খাবো — এইভাবে কাটবে। জীবনে উন্নতি করব এই রকম সুযোগ নেই। আমি খাটছি কিন্তু বেতন তো কম। গ্রামে সেই রকম মিলমিশ নেই। বাড়িতে মিলেমিশে আছি। ভবিষৎ নিয়ে এখনও ভাবছি না। এই গ্রামে রাজনৈতিক দল বলতে সি পি এম, কংগ্রেস কিছুটা আছে। রাজনৈতিক দলাদলি আছে।